দৈনিক জনকণ্ঠ
নীতির প্রশ্নে আপোসহীন
তারিখ ঃ ১২/১০/২০২৩ (পৃষ্ঠা ঃ ০২)

কৃষির উন্নয়নে সবচেয়ে বড় প্রকল্প উদ্বোধন

বিশেষ প্রতিনিধি ॥ কৃষির উন্নয়নে নেওয়া সবচেয়ে বড় প্রকল্প উদ্বোধন হয়েছে। প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুর‍্যাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন এন্টারপ্রেনরশিপ অ্যান্ড রেসিলিয়েন্স (পার্টনার) নামের এ প্রকল্পে ব্যয় সাত হাজার কোটি টাকারও বেশি। এটি কৃষির উন্নয়নে এ যাবৎ নেওয়া সবচেয়ে বড় প্রকল্প।

বুধবার রাজধানীর খামারবাড়ির কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটে প্রকল্পটির উদ্বোধন করেন কৃষি সচিব ওয়াহিদা আক্তার।

পার্টনার প্রকল্পটি পাঁচ বছরে বাস্তবায়ন করা হবে। দেশের ৬৪ জেলার ৪৯৫ উপজেলায় এটি বাস্তবায়িত হবে আগামী জুলাই থেকে ২০২৮ সালের জুন সময়সীমায়। প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৭ হাজার ২১৪ কোটি টাকা। এর মধ্যে সরকারি অর্থায়ন এক হাজার ৪৫৪ কোটি টাকা ও প্রকল্প সাহায্য হিসেবে আসবে পাঁচ হাজার ৭৫৯ কোটি টাকা। প্রকল্প সাহায্য হিসেবে বিশ্বব্যাংক দেবে পাঁচ হাজার ৩০০ কোটি টাকা ও ইফাদ দেবে ৫০০ কোটি টাকা।

সংবাদ
বাংলাদেশের মুখপত্র

তারিখ ঃ ১২/১০/২০২৩ (পৃষ্ঠা ঃ ০৪)

কৃষির সবচেয়ে বড় প্রকল্প 'পার্টনারে'র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

বর্তমান কৃষিকে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের জন্য টেকসই ও নিরাপদ বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তরের মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতের লক্ষ্যে কৃষিখাতে নেয়া সবচেয়ে বড় প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছে। প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন এন্টারপ্রেনারশিপ অ্যান্ড রেসিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার) নামের এ প্রকল্পের ব্যয় প্রায় সাত হাজার কোটি টাকা। এটি কৃষির উন্নয়নে এ যাবৎ নেয়া সবচেয়ে বড় প্রকল্প।

গতকাল রাজধানীর খামারবাড়িতে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে প্রকল্পের উদ্বোধন করেন কৃষি সচিব ওয়াহিদা আক্তার। তিনি এ সময় বিশ্বব্যাংক ও ইফাদকে ধন্যবাদ জানান এবং অত্যন্ত স্বচ্ছতা-দক্ষতার সঙ্গে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্টদের আহ্বান জানান।

পার্টনার প্রকল্পটি পাঁচ বছরে বাস্তবায়ন করা হবে। ৬৪ জেলার ৪৯৫ উপজেলায় পার্টনার বাস্তবায়িত হবে জুলাই ২০২৩ থেকে ২০২৮ সালের জুন সময়সীমায়। মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৬ হাজার ৯১০ কোটি টাকা। এর মধ্যে সরকারি অর্থায়ন এক হাজার ১৫১ কোটি টাকা ও প্রকল্প সাহায্য হিসেবে আসবে ৫ হাজার ৭৫৯ কোটি টাকা।

এতে প্রকল্প সাহায্য হিসাবে বিশ্বব্যাংক দিচ্ছে পাঁচ হাজার ৩০০ কোটি টাকা ও ইফাদ দিচ্ছে ৫০০ কোটি টাকা।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে মন্ত্রণালয়ের অধীন ৭টি সংস্থা তাদের নির্ধারিত কার্যক্ষেত্রে প্রোগ্রামটি বাস্তবায়ন করছে যেখানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর লিড এজেন্সির দায়িত্ব পালন করছে। পাশাপাশি কৃষি মন্ত্রণালয়ের আরও ৮টি সংস্থা এই প্রোগ্রামে স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার হিসেবে কাজ করছে।

এই মেগা প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে উত্তম কৃষিচর্চা সার্টিফিকেশনের মাধ্যমে ৩ লাখ হেক্টর ফল ও সবজি আবাদি জমি বৃদ্ধি; জলবায়ু অভিঘাত সহনশীল উচ্চ ফলনশীল নতুন ধান ও ধান ছাড়া অন্য দানাদার ফসলের জাত উদ্ভাবনসহ মোট ৪ লাখ আবাদি জমির পরিমাণ বৃদ্ধি; উন্নত ও দক্ষ সেচ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এক লাখ হেক্টর নতুন আবাদি জমি সেচের আওতায় আনয়ন; স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে দেশব্যাপী দুই কোটি ২৭ লাখ ৫৩ হাজার ৩২১টি কৃষক পরিবারকে 'কৃষক স্মার্টকার্ড' দেয়ার মাধ্যমে ডিজিটাল কৃষি সেবার সম্প্রসারণ।

এছাড়া ই-ভাউচারে দেয়া হবে ভর্তুকি, কৃষকদের জন্য তৈরি হবে কৃষক ডিজিটাল ফিনান্সিয়াল সিস্টেম।